প্রশ্ন 3 দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ও লৌকিক মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ও লৌকিক মতবাদ

সাধারণ মানুষের অভিমতকে ভিত্তি করে দার্শনিক আলোচনা শুরু হয়।

দ্রব্য সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদ

দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষ দ্রব্য সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন তাকে বলা হয় দ্রব্য সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদ।

দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা

দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণাগুলি হল—

[1] দ্রব্য হল সৃষ্ট বস্তুর উপাদান। [2] দ্রব্য হল গুণের আধার। [3] দ্রব্য হল গতি ও ক্রিয়ার উৎস। [4] দ্রব্য হল অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সত্তা। [5] দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা।

এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করা যাক—

[1] **দ্রব্য হল সৃষ্ট বস্তুর উপাদান:** একটি বাড়ি তৈরি হয় ইট দিয়ে। তাই ইট হল দ্রব্য। আবার সাধারণ মানুষ মনে করেন এই জগৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পাহাড়—এরকম অসংখ্য নিরপেক্ষ দ্রব্য দিয়ে তৈরি। সুতরাং দ্রব্য হল সৃষ্ট বস্তুর উপাদান কারণ।

[2] **দ্রব্য হল গুণের আধার:** দ্রব্য তার গুণের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। ধরা যাক আমি একটি কমলালেবু প্রত্যক্ষ করছি। কমলালেবুকে আমরা দ্রব্য বলি। চোখ দিয়ে আমরা কমলালেবুর রং ও আকার প্রত্যক্ষ করি। নাসিকা দিয়ে গন্ধ, জিহ্বা দিয়ে মিষ্টি স্বাদ প্রত্যক্ষ করছি। এইভাবে আমি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পেলাম তাকে বলা হয় গুণ।

সুতরাং রূপ, আকার, স্পর্শ, স্বাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের গুণ। এই গুণগুলি একসঙ্গে কমলালেবুর মধ্যে ছিল। এই গুণগুলির আধার কমলালেবুকে আমরা দ্রব্য বলি। সুতরাং, দ্রব্য হল গুণের আধার।

[3] **দ্রব্য হল গতি ও ক্রিয়ার উৎস:** আমি কলম দিয়ে লিখছি। এই লেখা ক্রিয়ার উৎস হল কলম। আবার বলটি গতিশীল। এই গতির উৎস হল বল। সুতরাং আমি গতি ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। এই গতি ও ক্রিয়ার উৎস কলম ও বল হল দ্রব্য।

Scanned with CamScanner

[4] **দ্রব্য অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সত্তা:** প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দ্রব্যগুলি পরিবর্তনশীল। যেমন কমলালেবু ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে, সবুজ থেকে কমলা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের অন্তরালে এমন এক সত্তা নিশ্চয় আছে যার কোনো পরিবর্তন নেই। সেই অপরিবর্তনশীল স্থায়ী সত্তা হল দ্রব্য।

[5] **দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা:** প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দ্রব্যগুলি পরনির্ভরশীল ও সাপেক্ষ। যেমন—বইটি টেবিলের উপর আছে, টেবিলটি মাটির উপর আছে—এইভাবে পরনির্ভরশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে হলে ও অনাবস্থা দোষ পরিহার করতে হলে এক স্বনির্ভর সত্তা স্বীকার করতে হবে। এই স্বনির্ভর সত্তা হল দ্রব্য। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে স্বনির্ভর দ্রব্য বলে থাকেন, বাকি সব পরনির্ভর দ্রব্য।

সুতরাং লৌকিক মতে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়—যা সৃষ্ট বস্তুর উপাদান, যা গুণের আধার, যা গতি ও শক্তির উৎস, যা অপরিবর্তনীয় সত্তা, যা স্বনির্ভর তাই হল দ্রব্য।

মূল্যায়ন: দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এই ধারণাগুলিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দার্শনিক তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 4 দ্রব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা, অ্যারিস্টট্‌ল দ্রব্যের সংজ্ঞা কীভাবে দিয়েছেন? তিনি 'দ্রব্য' শব্দটি কতপ্রকার অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদ

অ্যারিস্টট্‌লের দ্রব্যতত্ত্ব প্লেটোর মতবাদের বিরোধী। প্লেটোর মতে বিশুদ্ধ সামান্য হল দ্রব্য। বিশেষ মিথ্যা, যেমন—রাম, শ্যাম বিশেষ মানুষ দ্রব্য নয়, মিথ্যা। কিন্তু মনুষ্যত্ব সামান্য হল দ্রব্য। এই দ্রব্য অতীন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় জগতে থাকে।

অ্যারিস্টট্‌ল দ্রব্যের সংজ্ঞায় বলেছেন, সামান্য বিশিষ্ট বিশেষ হল দ্রব্য। যেমন মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট মানুষই হল দ্রব্য।

অ্যারিস্টট্‌লের মতে সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য। মনুষ্যত্ব সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম। তাই বিশেষ মানুষ রাম, শ্যাম ছাড়া মনুষ্যত্ব ধর্ম থাকতে পারে না। আবার মনুষ্যত্ব ছাড়া রাম-শ্যামকে মানুষ বলা যাবে না। তাই তিনি বলেছেন মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানুষই দ্রব্য। এই দ্রব্য বাস্তব, কোনো অতীন্দ্রিয় জগতে থাকে না।

অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর 'আদি দর্শন' *(Metaphysics)* গ্রন্থে দ্রব্য শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহার করেছেন তা হল—

[1] **মূর্ত ব্যক্তি ও মূর্ত বস্তু হল দ্রব্য:** রাম, শ্যাম, সূর্য ইত্যাদি। রাম বিশেষ মানুষ, মূর্ত ব্যক্তি। তাই রাম হল দ্রব্য।

[2] **দ্রব্য হল বচনের উদ্দেশ্য:** সোনা হল হলদে। সোনা হল দ্রব্য। কেন-না সোনা বচনটির উদ্দেশ্য। হলদে হল গুণ, গুণ সর্বদা বিধেয়তে থাকে। গুণ কখনও বচনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তেমনি দ্রব্য কখনও বচনের বিধেয় হতে পারে না। গুণ হল উদ্দেশ্যের বিশেষণ। গুণ দ্রব্যে থাকে।

[3] **দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা:** কেবল মনুষ্যত্বে সামান্য দ্রব্য নয়। কারণ মনুষ্যত্ব সামান্য বিশেষ মানুষের উপর নির্ভর করে। মনুষ্যত্ব স্বনির্ভর নয়, তাই দ্রব্য নয়। আবার বিশুদ্ধ বিশেষ স্বনির্ভর নয়, কারণ তা সামান্যের উপর নির্ভর করে। তাই তা দ্রব্য নয়। সামান্য ও বিশেষ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কেউই স্বতন্ত্রভাবে স্বনির্ভর নয়। কিন্তু সামান্য ও বিশেষ মিলে স্বনির্ভর সত্তা। তাই মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানুষই স্বনির্ভর, তাই দ্রব্য।

[4] **দ্রব্য হল গুণ ও ক্রিয়ার উৎস:** আমি যে লাল কলম দিয়ে লিখছি তা হল দ্রব্য। কেন-না লেখার ওই ক্রিয়ার উৎস কলম এবং লাল রং—এই গুণের আধার হল কলম। তাই কলম হল দ্রব্য।

Scanned with CamScanner

[5] দ্রব্য হল পরিবর্তনের কেন্দ্র: দেহের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আমি বা আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না। এই আত্মাকে কেন্দ্র করে দেহের অবস্থা, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

[6] সামান্য ও বিশেষের সমন্বয়ই হল দ্রব্য: মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানুষ হল দ্রব্য। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।

অ্যারিস্টট্‌লের মতে দ্রব্য তিনপ্রকার—

[1] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনিত্য দ্রব্য: মানুষ, বৃক্ষ ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই দ্রব্যের জ্ঞান হয়। এই দ্রব্য অনিত্য। সৃষ্টি হয়, ধ্বংস হয়।

[2] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিত্যদ্রব্য: গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি। এই দ্রব্যগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই দ্রব্যগুলি নিত্য। কেন-না এদের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় না।

[3] অতীন্দ্রিয় নিত্যদ্রব্য: ঈশ্বর, আত্মা। এই দ্রব্যগুলি নিত্য। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। কেবল বুদ্ধিগম্য।

মূল্যায়ন: অ্যারিস্টট্‌ল যে দ্রব্যের ধারণা পোষণ করেছেন তাকে ভিত্তি করে পরবর্তী দার্শনিকগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

Scanned with CamScanner